প্রথম পাতার পর / ব্যাংক ডাকাতি

"শাহান চৌধুরী সাদাভ্যান নিয়ে ফাঁড়ির মধ্যে ঢুকে টয়োটার পিছনে থামে। সাথে সাথে নাটকীয়ভাবে আলো নিভে যায় এবং অতর্কিত গুলি বর্ষন শুরু হয়।"

অতএব, কয়েকটি ধারণার জন্ম নিয়েছিল, হয় ঘটনাটি মিথ্যা বানোয়াট, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিলের স্বীকার, নতুবা এই সকল তরুণ (যে সেই হোক) নিশ্চয় উন্মাদ, মানবিক বিকারগ্রস্থ অথবা বিকৃত মানসিকতার ফলে জ্ঞানশ্রবনতায় স্টুপিটের মত কাজ করেছে। তৎকালীন সময়ে আমার কোনো উৎস ছিল না, যার ফলে ঘটনার উদঘাটন করতে পারিনি। অতএব, বিষয়টি মনের গহ্বরে বিলিন হয়ে যায়।

আমি সারা জীবন মৌন শিল্পের চর্চা করে আসছি। ফলে ধীরে ধীরে ভিন্ন মাধ্যমে মনের অনুভূতি প্রকাশের ইচ্ছা জাগে। তখন প্রবাসে বসে কবিতা, গান, নাটক লেখা শুরু করি এবং সম্প্রতিককালে প্রবাসে কমিউনিটির মানুষের জন্য সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছি। প্রবাসে আমি সাপ্তাহিক ঠিকানার সাংবাদিক, হলিউড থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক একুশ পত্রিকার সম্পাদক। সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার পিন্টুর প্রশ্নোত্তর পর্বে হঠাৎ শেখ কামালের ব্যাংক ডাকাতির উদ্ধৃতি চোখে পড়ে। যার প্রতি উত্তরে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আমার ভাই ব্যাংক ডাকাতি করেছিল কিনা জানিনা তবে আপনারা প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারবেন। যদি শেখ কামাল ব্যাংক ডাকাতির করে টাকা আত্মসাৎ করে থাকে তাহলে তিনিও নিশ্চয় ভাগও পেয়েছেন। কারণ, উক্ত মিনিভ্যানে তিনিও বসা ছিলেন। এই ঘটনা শোনার পর একজন সাংবাদিক হিসাবে হঠাৎ সেই পুরাতন কৌতুহল মনের গহবরে জেগে ওঠে। আমি একজনকে জানতাম যিনি শেখ কামালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বাল্যকালের বন্ধু ছিল, শুধু তাই নয় তিনিও সেই সাদাভ্যানের একজন যাত্রী ছিলেন। আমার সিনিয়র বড় ভাই ছিলেন, তবে বন্ধুর মত আড্ডা দিয়েছি দীর্ঘকাল লাইব্রেরীর চত্বরে। তখনও এ নিয়ে কোনো দিন আলাপ হয়নি। আমি আমেরিকায় চলে আসি। সেই বড় ভাই বহুদিন পর আমেরিকায় চলে আসেন, তাও আবার একই শহরে, আজও আছেন। কিন্তু কোন দিন শেখ কামাল নিয়ে প্রশ্ন করিনি। হঠাৎ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি তো প্রত্যক্ষদর্শী অর্থাৎ ব্যাংক ডাকাতির ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন, কিভাবে কি হয়েছিল একজন প্রত্যক্ষদর্শী জবানবন্দী দেবেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম দীর্ঘ দিনের কৌতুহল, বর্তমানের মডারেট জানালিস্ট শেখ কামালের ঘটনার বৃত্তান্ত তুলে ধরতে চায়। তবে কোনো বিশ্লেষণ নয়, কোনো বিচারক হিসাবে নয়, কোনো দলের পক্ষপাতির করার জন্য নয়, বাস্তবে তুলে ধরার মধ্যে এক আনন্দ আছে। বললাম, কার সাথে কথা বলছি এটা আমি প্রকাশ্যে প্রকাশ করব না। তিনি আমাকে সেই রাতের ঘটনার বর্ণনা দিলেন, যা পাঠকের কাছে তুলে ধরছি।

আজ থেকে ৩৩ বছর আগের কথা। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বের রাত প্রায় ১১টা আগামীকাল বিজয় দিবস সারারাত বিভিন্ন দলের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। সদ্য স্বাধীনতার বিজয়ের উৎসব যেন ঈদের আনন্দ। তাই ১৫ ডিসেম্বর রাতে ছাত্রলীগের কর্মীবৃন্দ তৎপর। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, তৎকালীন পূর্ব বাংলা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারের সন্ত্রাসী দলের সন্ত্রাসমূলক কর্মতৎপরতা। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, তৎকালীন পূর্ব বাংলা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারের সন্ত্রাসী দলের সন্ত্রাসমূলক কর্মতৎপরতা চলছে, যেমনিভাবে ইসলামিক জংগি নামে বর্তমানে জিএমবি কাজ করছে। এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অন্যতম শত্রু ছিল প্রতিপক্ষ জাসদ। সিরাজ সিকদার বিজয় দিবস মানতেন না। তিনি মনে করতেন দেশের পূর্ণাঙ্গ বিজয় হয়নি। অতএব কিসের বিজয় দিবস? সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে সিরাজ সিকদারের সন্ত্রাসী দল দুটি বোমা ফেলে ছিল একটি বাংলার বাণী পত্রিকা অফিসে শেখ মনির পত্রিকা ছিল, এবং অপরটি ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স অফিসে। এই বোমাগুলো একটা লাল টয়োটা গাড়ি থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে খবরে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন শেখ কামাল সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন, বাল্যবন্ধুর কাছ থেকে যা জেনেছি তাতে জানা গেছে সে অর্থ লোভী ছিলনা, অর্থের প্রতি মোহ ছিল না আবার অর্থ ব্যায়ও করত না। তাকে অনেকেই কৃপন হিসাবে মন্তব্য করেছে সাধারণ সার্ট ও প্যান্ট পরিধান করতেন। পায়ে স্যান্ডেল অথবা কোনো কোনো সময় কেটস ব্যবহার করতেন। কৃপনের নমুনা হিসাবে একটা গল্প বরছি। তিনি বন্ধুদের কাছ থেকে খেতেন কিন্তু খরচ করতেন না। একবার ১৫ টাকা খরচ করে বন্ধুদের খাওয়ানোর পর আফসোস করে বলেছিলেন আমার সপ্তাহের হাত খরচ সব শেষ হয়ে গেল মা আমাকে বকঝকা করবে। শেখ কামালের ক্ষমতা ছিল, ইচ্ছা করলে তার জন্যে ক্ষমতাবান অন্য সন্তানদের মতো অর্থ উপার্জন করা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার ছিলনা। তিনি বেক্সিমকো তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন, তাদের সাথে শর্ত ছিল তার আবাহনী দলের খরচ পত্র চালাতে হবে। শেখ কামালের নিজস্ব কোনো ভ্যান ছিলনা। বেক্সিমকোর বড় ভ্যান ব্যবহার করতো বন্ধদের নিয়ে ঘোরা ফেরা, আনন্দ করার জন্য, তেমনিভাবে বিজয় দিবসের পূর্বরাতে ১১টার দিকে (প্রায়) ঢাকা কলেজের বিপরীতে ২৫নং ছাত্র লীগ অফিস থেকে বেক্সিমকোর বড় ভ্যানে ১০ জন বন্ধু চেপে বসে। আরো ৫জন বন্ধু ছিল একত্রে সর্বমোট ১৫ জন সঙ্গী ছিল, একই গাড়িতে সংস্কুলান না হওয়ায় আরো একটি জীবানের জীপটি ছিল রেজাউলে পারিবারিক গাড়ি। ভ্যানকে অনুস্মরণ করে চলে জীপটি। উভয় গাড়ি ছাত্র লীগ অফিস থেকে যাত্রা শুরু করে মোহাম্মদপুরের দিকে। আমি এই মুহূর্তে সকল যাত্রীদের পরিচিতি তুলে ধরছি। সাদাভ্যানটি ড্রাইভ করছিল শাহান চৌধুরী (বর্তমান আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বীর বিক্রম শমসের মবিন চৌধুরীর ছোট ভাই), রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তারপাশ্বে অর্থাৎ মধ্যখানে বসেছিলেন মরহুম কাজী আনোয়ারুল হক তারেক, ঢাবি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র (যিনি গত বছর আবাহনীর যুগ্ম সমপাদক ছিলেন) এবং সর্ব্বডানে অর্থাৎ দরজা পাশে বসা ছিলেন শেখ কামাল, ঢাবি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র। এবার আসা যাক দ্বিতীয় সারির কথায়। সর্ব্ব বায়ে ড্রাইভার সিটের পিছনে বসা ছিলেন আব্দুল হান্নান (সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র, বর্তমান প্রবাসী), মধ্যে বর্তমানে শুল্ক বিভাগের সুপারন্টেন্ট), তারপাশে সর্ব ডানে সে সাইডডোরের পাশে) বসেছিলেন মুনির, ঢাবি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র ছিলেন (বর্তমানে প্রবাসী মন্ত্রিয়লে বসবাস করছেন)। তৃতীয় সারিতে সর্ব বায়ে আব্দুল হান্নানের পিছনে বসা ছিলেন ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ঢাবি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন (বর্তমান কৃষি প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তণ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তারপাশে মধ্যখানে বসেছিলেন বরকতই খোদা (বর্তমানে শিপিং করপোরেশনো জেনারেল ম্যানেজার, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না কিন্তু বন্ধু হিসাব চত্বরে সকল সময় আড্ডা দিতেন।) এবং সর্ব ডানে বসাছিল কাজী সিরাজ (চুয়াডাঙ্গার ছেলে, তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আড্ডা দিতেন।। গাড়িতে বসার ছিট ছিল মাত্র ৯টা কিন্তু সঙ্গীদের মধ্য খোকা নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, আকারে ছোট কাট ছিল দেখতে। তিনি জাম্প দিয়ে পিছনের লাগেজ স্পেন এর মধ্যে বসে পড়েছিলেন। এই নিয়ে সর্ব মোট ১০ জন একটা ভ্যানের মধ্য ছিল। ছাত্রলীগ অফিসে তখন আরো ৫ জন ছিল। তাদের মধ্যে রেজাউলের সঙ্গে একটি পারিবারিক জীপ ছিল। তার গাড়িতে আরো ৪ জন উঠে পড়ে (রেজাউল ঢাবি সমাজ বিজ্ঞানে ছাত্র, বর্তমানে ব্যবসায়ী)। রেজাউল ছাড়া যে চারজন তারগাড়িতে ছিল তারা হচ্ছেন, সাহেদ রেজা) বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা), শেখ রফিক (বর্তমান ব্যবসায়ী), আব্বাস (ব্যবসায়ী) ও মরহুম মন্টু। ১০ জন সাদাভ্যানে এবং ৫ জন জীপে, সর্বমোট ১৫জন ব্যক্তি চরছে মহম্মদপুরের দিকে ভ্যান অগ্নে যাত্রা শুরু করে। জীপ পেছন পেছনে ওদের যাত্রা পথ অনুসরণ করছে। ভ্যান মহম্মদপুর হয়ে মিরপুর দিয়ে ঘুরে, সংসদ ভবনের, পাস করে। জীপ পেছন পেছন ওদের যাত্রা পথ অনুসরণ করছে। ভ্যান মহম্মদপুর হয়ে মিরপুর দিয়ে ঘুরে, সংসদ ভবনের পাশ দিয়ে ফার্মগেট থেকে বাংলা মটর দিয়ে ঘুরছে। রাত ১১টার পর শীতের রাস্তা ফাঁকা। ১৯৭৩ সালের দিকে ট্রাফিক আরো হালকা ছিল। দোকানপাট বন্ধ বন্ধুরা আড্ডা দিতে দিতে মালিবাগ, রাজারবাগ হয়ে টি এনটি কলেজে সামনে দিয়ে ইত্তেফাক অফিসের দিকে চলছিল। পরিকল্পনা ছিল গুলিস্থান হয়ে আবার ২৫ নং ছাত্রলীগ অফিসে ফিরে যাওয়া। ভ্যান এগিয়ে যাচ্ছে শাপলা ফুলের চত্বরের দিকে। এমন সময় ভ্যান থকে কয়েকজন দেখে বিপরীত ডিরেকশন একটি লালগাড়ি অতিক্রম করে চলে গেল, যাতে কয়েকজনের মুখ ঢাকা। তারা ভাবল হয়ত সিরাজ সিকদারের লোক হবে, গাড়ি ইউটার্ন নিয়ে ঘুরিয়ে উক্ত লাল গাড়িটাকে অনুসরণ করে থামায়। তাদের ধারণা আগামীকাল বিজয় দিবস। গতরাতে তারা বোমাবাজী করেছে। হয়ত তাদের আজকেও কিছু করার মতলব আছে। গাড়িটা থামায় লাল গাড়ি টয়োটা ছিলনা। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে কাজের শেষে ঘরে ফিরছে। শীতের জন্য মাফলার দিয়ে মুখ ডেকে চলেছে। ওরা চলে যায়। এমন সময় দেখতে পায় অপর দিকে আল হেলাল হোটেলের সামনে একটি লাল টয়োটা গাড়ি তাদেরকে লক্ষ্য করছে। ভ্যানের সবাই গাড়ির প্রতি লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে গাড়িটা ঘুরিয়ে হেটেলের দিক এগুতে থাকে। তখন লাল টয়োটা গাড়ি সামনের দিকে চলতে শুরু করে। ভ্যানও গাড়িকে অনুসরণ করে। টয়োটা এবার দ্রুত ছুটছে এদেরকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, গাড়ি কমলাপুর হয়ে কবি জসিম উদ্দীনের রাস্তা দিয়ে ছোট ব্রিজ পার হয়ে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের দিকে এগুছে। এখানে একটু বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের পাশে প্রাক্তন মুসলিম লীগের এম এন এ ওবাদুজ্জামানের বাসা ছিল। উক্ত বাসা স্বাধীনতার পর সরকার দখল করে নেয় এবং স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের ২নং ফাঁড়ি নির্মাণ হয়। টয়োটা গাড়ি ব্রিজ পার হয়ে ঐ স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের দিকে এগুচ্ছিল। এবং উক্ত লাল টয়োটায় বসা ছিল সার্জেন শামীম কিবরিয়া। তিনি ২নং ফাঁড়িতে প্রবেশ করার সাথে সাথে ফাড়ির সকল আলো নিভিয়ে দিয়ে পজিসনে গিয়ে প্রতিরক্ষার বসায় নির্দেশ দেন ওয়াকিটকির মাধ্যমে। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে ছাদের উপর থেকে শুরু করে, বিভিন্ন অবস্থানে চলে যায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের বাহিনী। সার্জেন শামীম কিবরিয়া তার টয়োটা গাড়ি নিয়ে ২নং ফাঁড়ির মধ্য ঢুকে পড়ে, সেই সাথে শাহান চৌধুরী সাদাভ্যান নিয়ে ফাঁড়ির মধ্যে ঢুকে টয়োটার পিছনে থামে। সাথে সাথে নাটকীয়ভাবে আলো নিভে যায় এবং অতর্কিত গুলি বর্ষন শুরু হয়। ভ্যানের পিছনে ২নং ফাঁড়ির গেটের বাইরে এসে থামে জীপটি। গুলির ব্রাশফায়ার শুরু হয় বাম দিক থেকে ডান দিকে। ছাদের উপর থেকে থ্রিনটথ্রি দিয়ে গুলী ভ্যানের ছাদ ফুটো হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। বৃষ্টির মত গুলির ঝাক প্রথমে গিয়ে বিদ্ধ হয়। দরজার পাশে বসা শেখ কামালের বামপাশের কপালের চারটি গুলি কলার বোনের ভেতর প্রবিষ্ট হয়। আহত হয় আরো ৫ জন । একজনের হাতের চারটি আঙ্গুল উড়ে যায়। কারুর পিঠে গুলি লাগে। একজনের পায়ে গুলি লাগে, অপর আর একজনের ওষ্ঠের উপর গুলী লাগে ও আর একজনর গলার পাশে গুলি লাগে। ব্রাশফায়ারে আহত হলেও নিহত হয়নি কেউ। বাকি ৪ জন অলৌকিভাবে ব্রাশফায়ারের হাত থেকে বেচে যায়। তাদের মধ্যে আব্দুল হান্নান, রুহুল, খোকা এবং টুকু। মুসলিম লীগের আব্দুল আল মামুনের ছেলে টুকু শেখ কামালের সাথে বলে ওঠে এটা স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস। শোনা মাত্র শেখ কামাল চিৎকার করে বলে ওঠে, আমি শেখ কামাল, আমি শেখ কামাল ..সাথে সাথে সার্জেন্ট গুলি বন্ধ করার অর্ডার দিয়ে দৌড়ে ছুটে এসে ভয়ে তাৎক্ষণিক কান্নাকাটি শুরু করে দিয়ে বলেন, আমার ভুল হয়ে গেছ। আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে আপনারা মাফ করে দেন। এর মধ্যে রেজাউল আহতদেরকে জীপে তুলে সোজা চলে যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইর্মাজেন্সী রুমে। তাৎক্ষণিকভাবে শেখ কামালের অস্ত্র প্রচারের মাধ্যমে ৩টি গুলী বের করে এবং অপর একটি গুলি থেকে যায় যা, পরবর্তিকালে মস্কো থেকে অস্ত্রোপ্রচার করে বের করে ফেলে।

এখানে উল্লেখ্য, যে, সাদাভ্যানে ফাঁড়ি থেকে তল্লাসী চালিয়ে কোনো অস্ত্র বা অন্য কেনো নাশকতামূলক বস্তু বা দ্রবাদি রিপোর্টে পাওয়া যায়নি। খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে হাসপাতাল চত্বর গুণগ্রাহীতে ভরে ওঠে। শেখ কামালকে দেখতে প্রথমে এসেছিলেন, জিয়াউর রহমান, তাজউদ্দীন, খন্দকার মোস্তাক, তোফায়েল আহমদ, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শফিউল্লাহ সহ অগণিত নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুর পরিবার বর্গ এবং সবশেষে গম্ভীর মুখমন্ডলে পাইপ হাতে দেখতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হাসপাতালে কিবরিয়া ছুটে এসে গড়াগড়ি দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। কিবরিয়া ঘটনাটি ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তী বঙ্গবন্ধু তাকে ক্ষমতা করে দেন। এবং ২নং ব্রাঞ্চ থেকে অন্যত্র বদলির নির্দেশ দিলেছিলেন।

পরের দিন ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এর বিজয় দিবসের জনসভায় জাসদ প্রচার করে যে, শেখ কামাল দলবল নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে গুলিবৃন্দ হয়েছেন। সে কথা ব্যাংলাদেশে গুজবের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আজও পর্যন্ত এই গুজবের পক্ষে বা বিপক্ষে কেউ কোনো সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। বিষয়টি প্রশ্ন হয়ে ইতিহাসে আবদ্ধ রয়েছে। আমি প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীতে সবাইকে তুলে ধরলাম যা ভ্যানে বসে থাকা ১০ জনের একজনের ভাষ্য। বর্তমানে ১৫ জনের ১৩জন জীবিত ।

বাংলাদেশ স্টুডেন্ট ফেডারেশন অব ক্যালিফোর্নিয়া (BDSAC.com) তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা ও ইফতার অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি

লস এঞ্জেলেস : ৩০ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ স্টুডেন্ট ফেডারেশন অব ক্যালিফোর্নিয়া তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লস এঞ্জেলেসের সান অফিসে গত ৩০ সেপ্টেম্বর এক সাধারণ সভা পুনর্মিলনী ও ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। বিডিসেক এর নতুন প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ আল মামুন সবাইকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সানডিয়াগো থেকে সান ফ্রান্সসিসকো পর্যন্ত আমাদের এই অর্গানাইজেশনের কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে। তাছাড়া (www.BDSAC.com) ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সর্বস্তরের বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা সাহায্য নিয়ে থাকেন এবং ভবিষ্যতে এই ওয়েব সাইটের কাজ আরো সম্প্রসারিত হবে। বিডিসেক-এর মেম্বারশীপের মধ্যে রয়েছে, ইউএসসি, ইউসিএলএ, ইউসি বার্কলে এবং ক্যালটেক-এর পিএইচডির ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

বিডিসেক আগামী ২০০৭ সালে ৮ জন কলেজগামী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশীপ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নবনির্মিত কমিটিতে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ আল মামুন (ক্যাল স্টেট এলএ), সেক্রেটারি আজিজুল হক (ক্যাল স্টেট এলএ), জয়েন্ট সেক্রেটারী নাদিরা লোটাস (ইউসিআর), অর্গানাইজেশনাল সেক্রেটারী তানিম চৌধুরী (সি ড্যান), ট্রেজারার সাইপ্রিন হালদার (ক্যাল পলি পমোনা), কালচারাল সেক্রেটারী নাগির খান (ক্যাল স্টেট লং বীচ), স্পোর্টস সেক্রেটারী এহতেশাম হক (অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি), হিউম্যান রাইট সেক্রেটারী তানিম মুস্তাফিজ (ক্যাল স্টেট এলএ), রিজিওনাল পাবলিক রিলেশন সাদিয়া (ইউসিএসডি), রিজিওনাল জয়েন্ট সেক্রেটারী আদিল শাহ (টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি)।

সভা শেষে ইফতার পার্টিতে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা এই অপার মাসের মহিমার উপর নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদেরকে উজ্জীবিত করে।

হলিউডের বাংলা পত্রিকা
একুশ
Ekush.info
21st Century Bangla Newspaper from Hollywood

বিডিসেক-এর অনুষ্ঠানে বাম থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারী নাদিয়া লোটাস, প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আল মামুন, জেনারেল সেক্রেটারী রিয়াদ ও বোর্ড অব ডিরেক্টর সোহেল আহমেদ।

বিডিসেক-এর অনুষ্ঠানে (বাম থেকে) বক্তৃতা দিচ্ছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শাহ রেজা , প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আল মামুন, জেনারেল সেক্রেটারী রিয়াদ।

বালার প্লাটফর্ম

একুশ ডেস্ক

: নতুন আলোচনার বিষয় বলোর প্লাটফর্ম সম্পর্কে আমরা অসংখ্য ফোনকল পেয়েছি। সূত্রের সূচনা উপস্থাপনের জন্য অনেকে তাদের মনে কথা ব্যক্ত করেছেন। সবারই একই কথা ফেডারেশন গড়ার জন্য সবাই একত্রিত হচ্ছে অথচ খুঁটিই নেই বৃহত্তর লসএঞ্জেলেসের ৫০,০০০ মানুষের একা কার্যকরী এসোসিয়েশন অথচ এসোসিয়েশনদেরকে একত্রিত করে ফেডারেশন তৈরি হচ্ছে। নতুন নেতৃত্বের প্রতীয়মান তরুণ প্রজন্ম হাহুতাস করে বলছে। বড়ভাইরা করবেনও না আবার ছাড়বেনও এ নিয়ে প্রাক্তন কার্যকরী কমিটির সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক ববকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন কেউ এগিয়ে আসলেই তো আমরা তুলে দিতে পারি। আমরাতো চাই নতুন কমিটি গঠন হোক। অপর একজন উপস্থিত কমিউনিটি ব্যক্তি বললেন আপনারা তুলে না দিলে, আপনাদের কাছ থেকে কিভাবে নেবে? আপনাদেরকেই ঘন্টা বাঁধতে হবে। এখন প্রবাসী কমিউনিটির প্রশ্ন কিভাবে বালাকে উজ্জীবিত করা যায়। বালার গণতন্ত্র ফিরে আসে। পুরাতনের হাত থেকে নতুনরে মধ্যে কমিউনিরি মানুষের কল্যাণ হয়। সমস্যা থাকবে, তার সমাধান করার মডারেট মনমানষিকতা থাকতে হবে তালগাছটা আমার বলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আগাম চক্ষে তার কার্যকারীতা দেখার জন্য লসএঞ্জেলেসবাসী অধীর আগ্রহে বসে থাকে।

বাংলাদেশ ক্যালিফোর্নিয়া ক্লাব

একুশ রিপোর্ট

বৃহত্তর লসএঞ্জেলে কমিউনিটির স্বার্থে বাংলাদেশ ক্যালিফোনিয়া ক্লাব গঠিত হয়েছে। যার সদস্য প্রবাসী বাংলাদেশীর যে কেউ হতে পারবেন। এই ধরনের প্রকল্পের উদ্যোক্তা, নিছা ফ্যাশনের স্বত্ত্বাধিকারী আলম জানান যে, লসএঞ্জেলেসে কোনো এসোসিয়েশন নেই অতীতে যদিও বা ছিল তখনো কেউ কমিউনিটির জন্য কমিউনিটি সেন্টার করার প্রচেষ্টা করেনি। আমরা বাংলাদেশ ক্যালিফোর্নিয়া ক্লাবের মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা করছি। তিনি বলেন, এই ক্লাব লসএঞ্জেলেসের প্রথম অফিসিয়ালি কমিউনিটি সেন্টার হবে। ইতিমধ্যে আমরা শতাধিক সদস্য সংগ্রহ করেছি। আমরা একটা ক্লাবঘর নিচ্ছি যেখানে কমিউনিটির মানুষ তাদের অনুষ্ঠানাদির জন্য বা মিটিঙের জন্য ভাড়া নিতে পারবেন। তবে শুধুমাত্র সদস্যদের এই ক্লাবের স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। ফ্যাসিলিটি বা সার্ভিসের জন্য অবশ্যই আমাদের ক্লাবের সদস্য হতে হবে। এ ধরনের কমিউনিটির কল্যাণকর উদ্যোগকে আমরা (একুশ) সাধুবাদ জানাই এবং মঙ্গল কামনা করি। প্রবাসে কমিউনিটির যেকোনো সৎকার্যে আমাদের সহযোগিতা থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, অতীতে লসএঞ্জেলেসে ভারমন্টের ওপর (আলাদিনের বিপরীতে ঢাকা ক্লাব নামে একটি কমিউনিটির ক্লাব গড়ে উঠেছিল কিন্তু সুদূর প্রসারী কোনো পরিকল্পনা না থাকায় পরবর্তী সময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে আলী আকতার এর সাথে যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে (২১৩) ২৫৮ ৫৯৬৪।

911

The Two Brothers

By : Tanjina Hoque/Anika

(Student of Bangla Pathshala)

In the silence of the night
the two brothers stand tall

Who would have thought
only a few hours till they'd fall

At the Switch of the light
they flushed with life

While miles away some
wished to take it away

The missals targeted others
but missed the shots

But when it came to the
brothers it went straight at the
heart

Here the two brothers that stood
over all

Came tumbling down in
front of us all

It has been five years
since the towers fell

Yet we still dwell for all
those that could have been well.

একুশ (এ পক্ষের) বাস্তব কৌতুক

মসজিদে নামাজ পড়ার সময় হঠাৎ হঠাৎ বেজে ওঠে সেল ফোন। তার জন্য মসজিদে বড়ো বড়ো নোটিশ রয়েছে নামাজ আদায়কালীন দয়া করে ফোন বন্ধ রাখবেন। ইমাম সাহেব বারবার ঘোষণা দেন আল্লাহর সঙ্গে বিজনেস সেল ফোনের মাধ্যমে করা যায় না। অতএব নামাজের সময় ফোন বন্ধ রাখবেন। তথাপি সবাই ভুলে জান। একবার নামাজ পড়ছেন জামাতে। হঠাৎ জনৈক ব্যক্তির ফোন বেজে ওঠে। জনৈক ব্যক্তি নামাজ পড়ার মধ্যে ফোন খুলে কথা বলছেন নিচুস্বরে বলে ফেললেন আমি এখন নামাজ পড়ছি। পরে কল করেন।

Lankershim
New Market
শীঘ্রই হালাল মাংস পাওয়া যাবে
নিউ মার্কেটে
বাংলাদেশী- ইন্ডিয়ান গ্রোসারী
Phone Cards, Indian Audio-Video,
CD-DVD, Groceries, Etc.
6553 Lankershim Blvd. North Hollywood, CA 91606
Ph. 818 759-5177

চট্টগ্রাম কলেজের সাথে লাগোয়া
এসডিসি
কলেজ স্কয়ার

কিছু স্বপ্ন, কিছু আশা-ভালোবাসা
প্রিয়জন, প্রিয় শান্তির নীড়
এ চাওয়া কে না চায়
সপ্নীল আকাশের নীলের ছোঁয়ায়
স্বপ্ন আঁকুন প্রিয়জনদের নিয়ে
প্রিয় আবাসে
আর সেই আবাস...
আমরাই আপনাকে দিচ্ছি
আধুনিক সব সুবিধা এবং সাধ্যের
মধ্যে সব সাধ পুরণের এক আপন ঠিকানা।

Moalana Development Company Ltd.

সুবিধাসমূহ:
- প্রতিটি ফ্ল্যাটে থাকছে ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রইং, ডাইনিং ও পর্যাপ্ত বারান্দা।
- বেজমেন্ট ও গ্রাউন্ড ফ্লোর কার পাকিংয়ের জন্য সংরক্ষিত
- মোট লিফট সংখ্যা ৯টি এবং প্রতিটি বিল্ডিং এ সু-প্রশস্থ সিড়ি
- নিজস্ব ইলেক্ট্রিক্যাল সাবস্টেশন এবং স্ট্যান্ড বাই জেনারেটর
- ইন্টারকম, স্যাটেলাইট টিভি কেবল লাইন ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ
- আরো থাকছে বাচ্চাদের খেলাধূলার জায়গা, নামাজের স্থান
- ম্যানেজমেন্ট অফিস, কমিউনিটি হল
- আধুনিক ও সুসজ্জিত অভ্যর্থনা কক্ষ
- কিস্তিতে ও এককালীন ক্রয়ের সুবিধা
- ৭০% পর্যন্ত গৃহঋণ সুবিধা

A¨vcvU‡g›U mvBR
1835 - 1475 - 1240
- 1221 - 1211 - 1210
- 1158 - 1102

www.mdc-bd.com
Contact : **Moalana Development Company Ltd.**
Corporate office : MDC PLAZA,
Agrabad Access Road, Raropool,
Chittagong, Bangladesh, Tel.+88031725576,
Fax :+88-031-713623
Email : Sales@mdc-bd.com

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ ছাড়

বরাদ্দ চলছে

Local Conact :
Abdul Mohin Chowdhury
114. S. OXFORD AVE
#110
LOS ANGELES, CA 90004
213-446-2597